সমকাল

2 9 DEC 2025

শেষ মুহূর্তে স্টল নির্মাণে ব্যস্ততা

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা

- ১ জানুয়ারি উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় থাকবে ৯ শতাধিক পুলিশ
- সড়কের বেহাল দশায় উদ্বেগ, যানজটের শঙ্কা

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

মেলার আয়োজন ঘনিয়ে এলেও চলছে স্টল ও প্যাভিলিয়ন নির্মাণের কাজ। প্রস্তুত হয়নি 'জুলাই চেতনা'র প্যাভিলিয়ন বা প্রধান ফটক। গতকাল রোববার তোলা সমকাল

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের পূর্বাচলে আগামী ১ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৬। বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ওই দিন সকাল ১০টায় প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

শেষ সময়ে মেলার সব ধরনের স্টল ও প্যাভিলিয়নের নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন কারিগররা। ব্যবসায়ীদের আশা, স্টল প্রস্তুত হলে প্রথম দিন থেকেই পুরোদমে বেচাকেনা শুরু হবে। মেলাকে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে আয়োজক সংস্থা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

মেলায় যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন থাকবে ৯ শতাধিক পুলিশ সদস্য। পাশাপাশি থাকবে একাধিক মোবাইল টিম, বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট ও সার্বক্ষণিক টহল। যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ নিয়োজিত থাকবে। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে অনলাইনে ই-টিকিট কাটার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেট ইজারাদারদের পক্ষ থেকে থাকবেন বিপুলসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক।

মেলায় দর্শনার্থীদের বসার জন্য থাকবে তিনটি সিটিং জোন। ব্যাংকিং লেনদেনের সুবিধায় বিভিন্ন ব্যাংকের একাধিক বুথ স্থাপন করা হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সঙ্গে দফায় দফায় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মেলার ভেতরে একটি পুলিশ ক্যাম্পও থাকবে। এ ছাড়া সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সার্বক্ষণিক টহলে থাকবেন।

তবে, এশিয়ান হাইওয়ে বাইপাস সড়কের উন্নয়নকাজ চলমান থাকায় মেলার আশপাশের সড়ক ও শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর নির্মিত কাঞ্চন সেতুর দুই পাশে বেহাল সড়ক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে ব্যবসায়ীদের। তাদের আশঙ্কা, সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে যানজট হলে ভোগান্তি বাড়বে।

ব্যবসায়ীরা জানান, কাঞ্চন সেতুর উভয় পাশে মাটির স্তূপ ফেলে রাখা হয়েছে। ভেকু দিয়ে সড়ক খনন ও সংস্কারকাজ চলমান থাকায় ধুলাবালিতে পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায়ই দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের সংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা।

ইপিবি সূত্র জানায়, এবার মেলার অন্যতম আকর্ষণ থাকবে 'বাংলাদেশ স্কয়ার'। এখানে দর্শনার্থীরা দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অগ্রযাত্রা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন। ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে স্টল ও প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ বছর ছোট-বড় মিলিয়ে ৩৫০টিরও বেশি স্টল ও প্যাভিলিয়ন থাকছে। এসব স্টলে ইলেকট্রনিক সামগ্রী, কারাগারে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পণ্য, থ্রিপিসসহ নানা পোশাক, কসমেটিকস, গৃহস্থালি পণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হবে। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন পণ্যে বিশেষ ছাড় দেওয়ারও ঘোষণা রয়েছে।

ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ই-টিকিটিং ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। টিকিটের মূল্য আগের মতোই ৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিশুদের বিনোদনের জন্য থাকছে দুটি শিশুপার্ক। এ ছাড়া দর্শনার্থীদের যাতায়াত সুবিধায় বিআরটিসি বাসসহ বিভিন্ন ধরনের পরিবহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে আজ বেলা ১১টায় বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে মেলার সার্বিক প্রস্তুতি ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরবেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফিন জানান, এবারের মেলায় ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, সিঙ্গাপুর ও আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের স্টল অংশ নেবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো
29 DEC 2025

চ্যালেঞ্জে পড়বে কৃষিপণ্যের রপ্তানি

এলডিসি উত্তরণের প্রভাব

বর্তমানে ১৪৫টি দেশে সুগন্ধি চাল, ফল, মাছ, মাংস, বিস্কুট, নুডলস, ফলের জুসসহ ১৭২ ধরনের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়।

- প্রধান পাঁচ রপ্তানি পণ্য—বিস্কুট, নুডলস, ফলের জুস, পরোটা ও চানাচুর।
- শীর্ষ পাঁচ রপ্তানি বাজার সৌদি আরব, আমিরাত, ভারত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

ইয়াহইয়া নকিব, *ঢাকা*

সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশ থেকে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানিতে আরও বৈচিত্র্য আনতে ও পরিমাণ বাড়াতে সরকার খাতটিকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বর্তমানে ১৪৫টি দেশে সুগন্ধি চাল, ফল, সবজি, মাছ, মাংসের পাশাপাশি বিস্কুট, চানাচুর, নুডলস, জুস, মসলাসহ প্রায় ১৭২ ধরনের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে।

তবে পুরোপুরি বিকশিত হওয়ার আগেই এলডিসি থেকে উত্তরণকে সামনে রেখে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশের কৃষিপণ্য খাত। এলডিসি উত্তরণের পরে এ খাতের রপ্তানিতে সরকারের দেওয়া ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা বন্ধ হয়ে যাবে। একই সঙ্গে রপ্তানি বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে নতুন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা নিয়ে উদ্বিগ্ন এই খাতের ব্যবসায়ীরা। সে জন্য তাঁরা বিকল্প সুবিধার দাবি জানাচ্ছেন।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, যথাযথ নীতি-সহায়তা বা বিকল্প ব্যবস্থা না নিলে এ খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারবে না। এ নিয়ে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) সাধারণ সম্পাদক ইকতাদুল হক বলেন, প্রণোদনা ও শুল্ক সুবিধা উঠে গেলে কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে যাবে। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কোনোমতে টিকে থাকতে পারলেও ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝরে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কৃষিপণ্য রপ্তানিতে চলমান সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নগদ সহায়তার পাশাপাশি এ খাতে সরকারের আরও বেশ কিছু সহায়তা রয়েছে। এর মধ্যে আছে ৫ থেকে ১০ বছরের জন্য করপোরেট করে ছাড়, বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ ছাড়, রপ্তানি আয়ের ওপর ৫০ শতাংশ কর ছাড়, রপ্তানি পণ্যে ভ্যাট অব্যাহতি এবং মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানিতে ১ থেকে ৩ শতাংশ শুল্ক ছাড়। এ ছাড়া ২০টি পণ্যে ২০ শতাংশ অর্থায়ন এবং হালাল পণ্যে ২০ শতাংশ প্রণোদনাসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী এলডিসি থেকে উত্তরণের পর এ ধরনের সহায়তা দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি রপ্তানি বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারও বাধাগ্রস্ত হবে।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশ থেকে শুধু প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বা ৪০০ কোটি ডলারের। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হওয়া পাঁচটি পণ্য হলো বিস্কুট, নুডলস, ফলের জুস, পরোটা ও চানাপুর। এই পাঁচ পণ্য মিলিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ৪৫ শতাংশ।

এই খাতের বড় রপ্তানিকারক প্রাণ গ্রুপ গত বছরে ৩১৫ মিলিয়ন বা সাড়ে ৩১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী জানান, তাঁরা প্রতিনিয়ত উৎপাদন ব্যয় কমানোর চেষ্টা করছেন এবং নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করছেন। এ ক্ষেত্রে সরকার বন্দর সুবিধা উন্নয়ন, ঋণের সুদহার হ্রাস ও জাহাজ ভাড়া কমানোর মাধ্যমে সহায়তা করতে পারে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশ ৫২টি দেশে বাজারসুবিধা পেয়ে থাকে। এ খাতে প্রায় ২৫০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশ্বে প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের বাজার ১৩ ট্রিলিয়ন বা ১৩ লাখ কোটি ডলারের বেশি, যার মধ্যে হালাল খাবারের বাজার ২ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন বা ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলার।

বিশাল এই বিশ্ববাজারে নতুন উদ্যোক্তাদের যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে অনেক ছোট উদ্যোক্তা রয়েছেন, যাঁদের যথাযথ সুবিধা দিয়ে রপ্তানি পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। সরকার তাঁদের বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে। পাশাপাশি স্বল্প সুদে ঋণ ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। তাঁর মতে, বিদেশি বিনিয়োগ এলে দেশীয় পণ্যের মানেও গুণগত পরিবর্তন আসবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিচালক আবু মোখলেছ আলমগীর জানান, বিকল্প সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে তাঁরা কাজ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে পণ্যের মান উন্নয়নে গবেষণা, অবকাঠামো উন্নয়ন, কার্গো সুবিধা বৃদ্ধি এবং কুল চেইন ভ্যান নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এ ছাড়া ইউটিলিটি বিল হ্রাস এবং করকাঠামো নিয়েও কাজ চলছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
29 DEC 2025

চিজ রফতানিতে নিউজিল্যান্ড

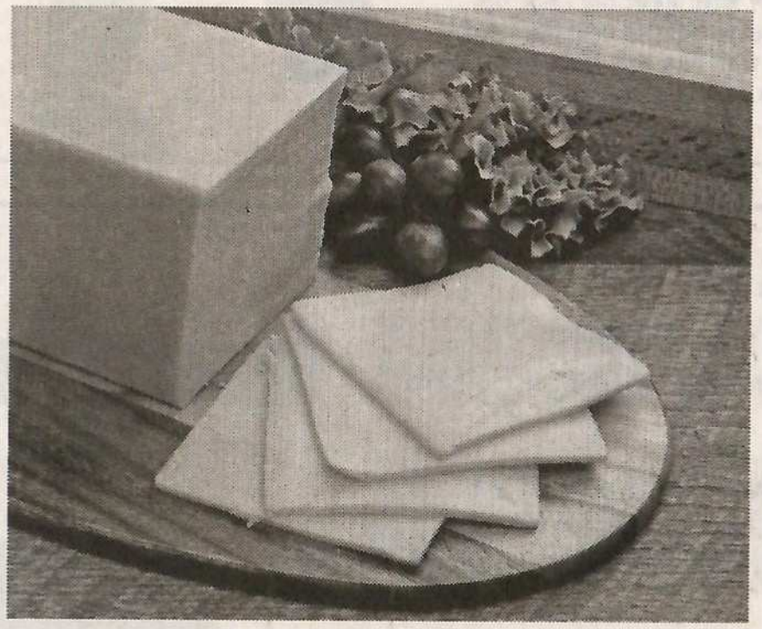

নিউজিল্যান্ড বিশ্বের অন্যতম চিজ রফতানিকারক দেশ। দেশটি মূলত অস্ট্রেলিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলোয় পণ্যটি রফতানি করে। বিশেষ করে চীনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা নিউজিল্যান্ডের চিজ রফতানিকে গতিশীল রাখছে। নিউজিল্যান্ড চিজ রফতানির জন্য আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলতি বছর নিউজিল্যান্ড থেকে চিজ রফতানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ। এ সময় মোট রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৮৫ হাজার টনে

রফতানি (টন)

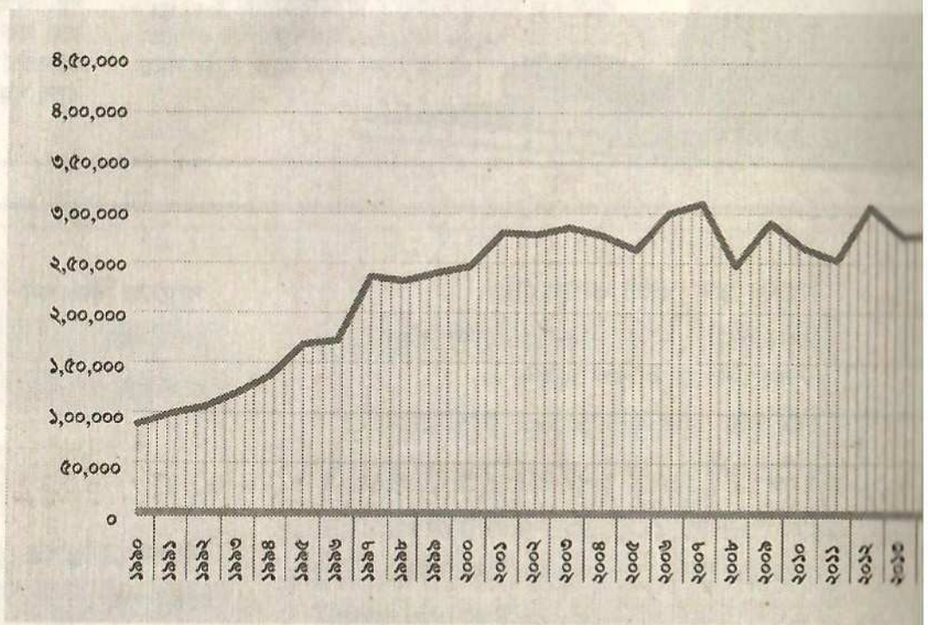

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	৯০,০০০	-৪.২৬%
১৯৯১	১,০০,০০০	১১.১১%
১৯৯২	১,০৭,০০০	৭.০০%
১৯৯৩	১,২১,০০০	১৩.০৮%
১৯৯৪	১,৩৮,০০০	১৪.০৫%
১৯৯৫	১,৬৯,০০০	২২.৪৬%
১৯৯৬	১,৭৩,০০০	২.৩৭%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	২,৩৬,০০০	৩৬.৪২%
১৯৯৮	২,৩২,০০০	-১.৬৯%
১৯৯৯	২,৪০,০০০	৩.৪৫%
২০০০	২,৪৬,০০০	২.৫০%
২০০১	২,৮০,০০০	১৩.৮২%
২০০২	২,৭৮,০০০	-০.৭১%
২০০৩	২,৮৫,০০০	২.৫২%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	২,৭৭,০০০	-২.৮১%
২০০৫	২,৬৩,০০০	-৫.০৫%
২০০৬	২,৯৯,০০০	১৩.৬৯%
২০০৭	৩,০৯,০০০	৩.৩৪%
২০০৮	২,৪৭,০০০	-২০.০৬%
২০০৯	২,৯০,০০০	১৭.৪১%
২০১০	২,৬৫,০০০	-৮.৬২%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	২,৫৩,০০০	-৪.৫৩%
২০১২	৩,০৬,০০০	২০.৯৫%
২০১৩	২,৭৭,০০০	-৯.৪৮%
২০১৪	২,৭৮,০০০	০.৩৬%
২০১৫	৩,২৭,০০০	১৭.৬৩%
২০১৬	৩,৫৫,০০০	৮.৫৬%
২০১৭	৩,৪৩,০০০	-৩.৩৮%

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি

বণিক বার্তা
29 DEC 2025

চিজ রফতানিতে নিউজিল্যান্ড

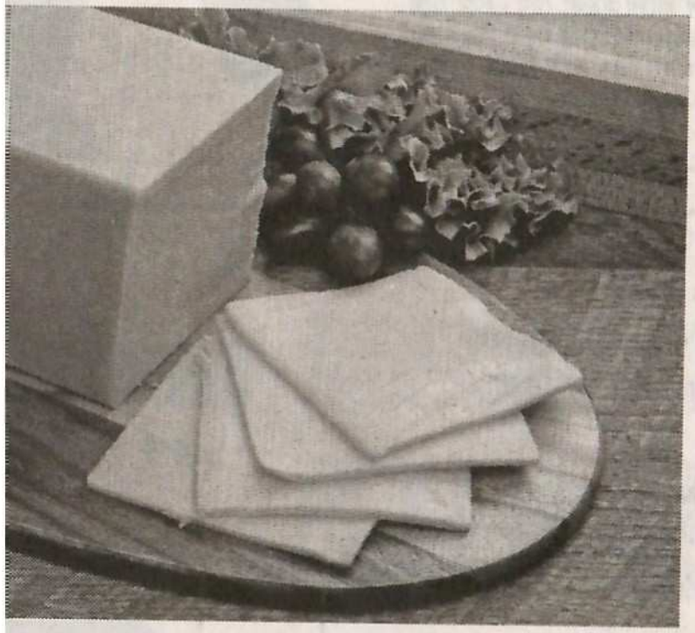

নিউজিল্যান্ড বিশ্বের অন্যতম চিজ রফতানিকারক দেশ। দেশটি মূলত অস্ট্রেলিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলোয় পণ্যটি রফতানি করে। বিশেষ করে চীনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা নিউজিল্যান্ডের চিজ রফতানিকে গতিশীল রাখছে। নিউজিল্যান্ড চিজ রফতানির জন্য আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলতি বছর নিউজিল্যান্ড থেকে চিজ রফতানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ। এ সময় মোট রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৮৫ হাজার টনে

াল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
৯০	৯০,০০০	-৪.২৬%
৯১	১,০০,০০০	১১.১১%
৯২	১,০৭,০০০	৭.০০%
৯৩	১,২১,০০০	১৩.০৮%
৯৪	১,৩৮,০০০	১৪.০৫%
৯৫	১,৬৯,০০০	২২.৪৬%
৯৬	১,৭৩,০০০	২.৩৭%

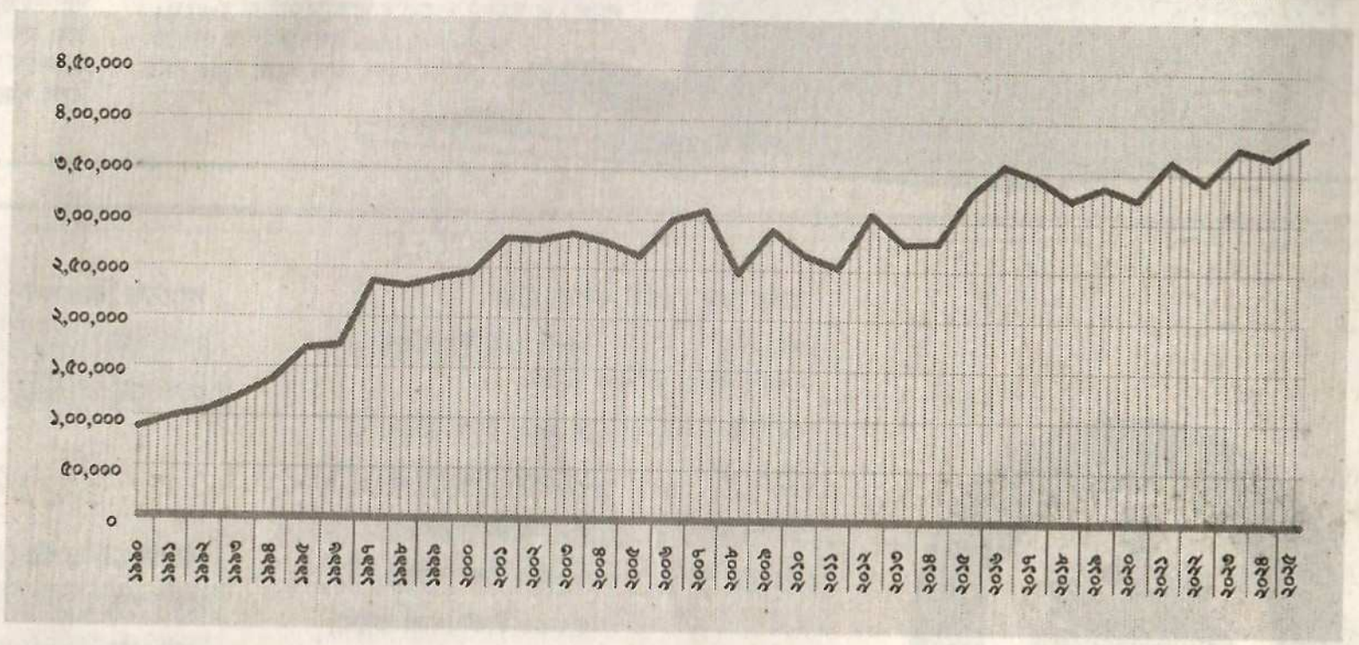

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	২,৩৬,০০০	৩৬.৪২%
১৯৯৮	২,৩২,০০০	-১.৬৯%
১৯৯৯	২,৪০,০০০	৩.৪৫%
২০০০	২,৪৬,০০০	২.৫০%
২০০১	২,৮০,০০০	১৩.৮২%
২০০২	২,৭৮,০০০	-০.৭১%
২০০৩	২,৮৫,০০০	২.৫২%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	২,৭৭,০০০	-২.৮১%
২০০৫	২,৬৩,০০০	-৫.০৫%
২০০৬	২,৯৯,০০০	১৩.৬৯%
২০০৭	৩,০৯,০০০	৩.৩৪%
২০০৮	২,৪৭,০০০	-২০.০৬%
২০০৯	২,৯০,০০০	১৭.৪১%
২০১০	২,৬৫,০০০	-৮.৬২%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	২,৫৩,০০০	-৪.৫৩%
২০১২	৩,০৬,০০০	২০.৯৫%
২০১৩	২,৭৭,০০০	-৯.৪৮%
২০১৪	২,৭৮,০০০	০.৩৬%
২০১৫	৩,২৭,০০০	১৭.৬৩%
২০১৬	৩,৫৫,০০০	৮.৫৬%
২০১৭	৩,৪৩,০০০	-৩.৩৮%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	৩,২২,০০০	-৬.১২%
২০১৯	৩,৩৫,০০০	৪.০৪%
২০২০	৩,২৩,০০০	-৩.৫৮%
২০২১	৩,৬১,০০০	১১.৭৬%
২০২২	৩,৪০,০০০	-৫.৮২%
২০২৩	৩,৭৪,০০০	১০.০০%
২০২৪	৩,৬৫,০০০	-২.৪১%
২০২৫	৩,৮৫,০০০	৫.৪৮%

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি